OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 829 - 840
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা নবজাগরণের অন্যতমা-র প্রথম জীবনগাথা - ‘সারদামণি দেবী’ : এক জিজ্ঞাসু সম্পাদকের চোখে

সুরজিৎ চক্রবর্তী
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া
Email ID : chakrabortysurajit91@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জীবনচরিত, সারদামণি দাবী।

Abstract
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রবাসী’ (১৯০১) পত্রিকাটি বাংলা সাময়িকপত্রের বৈচিত্র্যময় যাত্রাপথে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেখানে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় নানান বিষয় নিয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে, তেমনি, অনেক অনালোচিত দিকের আলোকপাত ‘প্রবাসী’-র হাত ধরে হয়েছে। বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসে, সাময়িকপত্রের যে বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথমার্ধে ‘প্রবাসী’ তার প্রকাশ-দীপ্তি দিয়ে, বিষয়-বৈচিত্র্য দিয়ে সেই নবজাগরণের প্রবল প্রভাবকে, বাঙালি-মননে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সম্পাদক রামানন্দের কাছে আত্মজাগরণের মধ্যে দিয়েই ঘটতে পারে বাঙালির নতুন করে জাগরণ। তাই তিনি, বিশ্বের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের জীবনী তাঁর পত্রিকায় সহজ, সরল ভাষায় প্রকাশ করে পাঠকের আত্মজাগৃতিতে সহায়ক হয়ে উঠে ছিলেন। এরকমই, সারদা মা-কে নিয়ে তাঁর লেখা ‘সারদামণি দেবী’, ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একজন আড়ালে থাকা বাঙালি মহিয়সী নারীর জীবনী প্রকাশ করলেন রামানন্দ, তাঁর ‘প্রবাসী’-তে, সমকালের অন্যতম এই অভিজাত পত্রিকাতে। চমকিৎ এই জীবনালেখ্য-দীপ্তিতে আলোকিত সেদিনে পাঠক কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, জীবনীকার কতটা সারদা-জীবনীকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই নিয়েই এই লেখা। বাংলা নবজাগরণের অন্যতমা-র প্রথম জীবনগাথা - ‘সারদামণি দেবী’।

Discussion

আজ থেকে প্রায় ১২৪ বছর আগে এলাহাবাদে থেকে যে পত্রিকাটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অন্যতম এক দিকনির্দেশ-পত্রিকা বলা যেতে পারে। ‘সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পত্রিকাটি ‘প্রবাসী’ - জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাত দিয়ে জাগিয়ে রাখে।’[১] রামানন্দবাবু, পত্রিকাটিকে একটি আদর্শ সাময়িকপত্র হিসাবে নির্মাণ করতে, যে নিষ্ঠা ও শ্রম

দিয়েছেন, তা একালের প্রকাশনা-জগতের কাছে আদর্শস্বরূপ। সমাজ-জীবনে যাঁদের প্রভাবে, যাঁদের অবদানে সমাজ, সংস্কৃতি পরিপুষ্ট, তাঁদের জীবনী প্রকাশ করতেন সহজ সরল ভাষায়। ‘প্রবাসী’-র পাতায়, এমন অজস্র জীবনালেখ্যর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, ‘বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়’ (ফাল্গুন ১৩১০), ‘ব্যোমকেশ মুস্তফী’ (বৈশাখ ১৩২৩), ‘সারদাচরণ মিত্র’ (আশ্বিন ১৩২৪), ‘রসিকলাল দত্ত’ (বৈশাখ ১৩৩১), ‘শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়’ (আষাঢ় ১৩৩১), ‘স্যার টি সদাশিব আইয়ার’ (মাঘ ১৩৩৪), ‘মহারাণী সুনীতি দেবী’ (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), ‘স্যর আলি ইমান’ (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), ‘যদুনাথ মজুমদার’ (অগ্রহায়ণ ১৩৩৯), ‘পুরুলিয়ার হরিপদ খাঁ’ (শ্রাবণ ১৩৪১), ‘জানকীনাথ বসু’ (পৌষ ১৩৪১), ‘মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী কমলা নেহরু’ (চৈত্র ১৩৪২) প্রভৃতি। এরকম অজস্র গুণীজনের জীবনালেখ্য ‘প্রবাসী’ - সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন সময়ে সময়ে। তাঁর বিশ্বাস, প্রত্যেকটি মানুষের আত্মিক উদ্বোধন ঘটলে বাকি সবকিছুই পূরণ হতে পারে। আর এই আত্মিক উদ্বোধনের জন্য, তাঁর একের পর এক জীবনচরিত রচনা। এদিক থেকে রামানন্দ বাঙালিকে নতুন এক জাগৃতির উপাদান হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, অনেক দিন আগে, বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এক মহিয়সী নারীর জীবন-কথা, সেদিনের প্রথম সারির এক সাময়িকপত্রের দৌলতে। সেই নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ‘প্রবাসী’-তে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়, সেই জীবনচরিতটি প্রকাশিত হয়েছিল। বলিষ্ঠ সাংবাদিক, সুদক্ষ সম্পাদক, ‘ভারতীয় সাংবাদিকতার পিতামহ’ ‘প্রবাসী’ - সম্পাদক বাঁকুড়ার ভূমিসন্তান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই জীবন-চরিতের লেখক। শতবর্ষ অতিক্রান্ত লেখাটি সেদিনে বাঙালির কাছে পরম-প্রাপ্তি হয়ে উঠেছিল। লেখাটি কতটা ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রামকৃষ্ণসংঘের কাছে? কতটা ভাবিয়েছিল সেদিনের রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীকে? আর সেই পরিমণ্ডলের বাইরে থাকা বাঙালির কাছেও সেই লেখার গুরুত্ব ছিল কতটা? — এইসবের উত্তর সন্ধানে এই লেখা।

বিদ্যাসাগর মশাই অনেককাল আগেই (১৮৪৯) ‘জীবনচরিত’ লিখতে গিয়ে জীবনীপাঠের দুইপ্রকার ‘মহোপকার’ লাভের কথা বলেছেন। প্রথমত, জীবনচরিতে উদ্দিষ্ট মহাত্মার মহৎগুণ সম্বন্ধে জানা যায়। অবিচল উৎসাহ, অক্লিষ্ট পরিশ্রমের পর কীভাবে মহৎ হন ব্যক্তি, তা জানার উপায় হিসাবে জীবনচরিতপাঠের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর কথায়, -

> “...তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।”[২]

আর, দ্বিতীয় লাভ, -

> “তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়।”[৩]

রামানন্দকৃত ‘সারদামণি দেবী’ থেকে উক্ত বিষয়গুলির আভাস পেলেও, রামানন্দের রচনাটি ছিল, সারদাদেবীর পূত-পবিত্র জীবনের অনুসন্ধান-আলেখ্য। সে অর্থে সম্পূর্ণ জীবনী নয়; একটি জীবনপর্বের লেখগাথা। সেই আলেখ্যে প্রজ্জ্বলিত, এক বাঙালি নারীর ত্যাগ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা। ‘সারদামণি দেবীর জীবনকথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়।’[৪] নাতিদীর্ঘ এই রচনায় (১০ পাতার) সমকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবাহে সেই জানার প্রয়াস দেখা যায়। রামানন্দ-জীবনী[৫] থেকে আমরা জানতে পারি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছোটবেলাতেই বাঁকুড়া জেলাস্কুলে পড়ার সময়, অঙ্কের শিক্ষক কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের কাছ থেকে রামকৃষ্ণদেবের জীবনের নানা কাহিনী শুনেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের জীবনের দু-একটি ঘটনা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পৈতে-ত্যাগী ব্রাহ্ম রামানন্দ কিছুটা অনুরক্তও হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি।[৬] যদিও তার আক্ষেপ ‘রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।’[৭] তবুও তাঁর মনের বিশ্বাস –

> “... যাঁহার গুণকীর্তন দেশবিদেশের বহু মনীষী করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, আমি তাঁহার প্রশংসা করি বা না করি, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।”[৮]

উল্লেখ্য, রামানন্দ দেখেছেন, জেনেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে (যদিও আমাদের অবাক করে বিবেকানন্দ সম্পর্কে রামানন্দের সমকালীন নীরবতা) অপার বিস্ময়ে। অভিভূতও হয়েছেন অভিজ্ঞ রামানন্দ। কিন্তু সামান্য এক নারী থেকে মহিয়সী হয়ে ওঠা সারদা দেবী সম্পর্কে তিনি তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না। বলা ভালো শুধু রামানন্দ নন, সারদাদেবীর কাছে যাদের নিত্য যাতায়াত, তাঁদের কিছুজন ছাড়া, সারাবিশ্বের কাছেও সারদাদেবী তখন এক অচেনা-ভুবন। সারদাদেবী সম্পর্কে রামানন্দের ধারণা যৎসামান্য, তা তিনি স্বীকারও করেছেন তাঁর এই রচনায় বারবার। মা সারদার সাথেও স্বাক্ষাৎ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

না হওয়ায় অনুতপ্তও ছিলেন রামানন্দ! সেই সামান্যতা, সেই অপারগতা সত্ত্বেও রামানন্দ সারদা দেবীর তীরোধানের পর, 'আড়ালে থাকা' সারদাদেবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। বলা যায়, চেষ্টা করলেন, দায়িত্ব নিয়ে। সেই চেষ্টা কতটা সফল বা কতটা অপূর্ণ— তা আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু 'উদ্বোধন' ব্যতীত আর কোন সমসাময়িক প্রথম সারির বাংলা সংবাদপত্র তথা সাময়িকপত্র এই বিষয়ে নিজস্বভাবনা রেখেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

রামানন্দ রামকৃষ্ণদেবের জীবনীর মতনই সারদা মায়ের একটি জীবনীর অভাব অনুভব করেছিলেন। সেজন্য সমসাময়িক 'উদ্বোধন'-এর পাতায় চোখ রাখলেন রামানন্দ, শ্রীমায়ের খোঁজ করলেন। পেলেন গুটিকয়েক সারদা মায়ের স্মৃতিচারণামূলক লেখা। আর তাঁর এ বিষয়ে প্রধান অবলম্বন বলতে পারি, সেটা ছিল স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'[৯]। শুধু নিজের কাগজ প্রকাশ করবেন, নিজের পত্রিকার জন্য লিখবেন— এরকম মনোভাব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তো ছিলেন না। তাই অন্য পত্রপত্রিকার, গ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক ও লেখকও ছিলেন তিনি। তাই সময় নষ্ট না করেই লিখতে চাইলেন সারদা মায়ের একটি জীবন-কথা। যেখানে থাকবে সারদামণি দেবীর কর্ম ও ভাবনার সুমধুর মিশ্রণ। আর এটা অজানা নয় যে, রামানন্দ ছিলেন বাঁকুড়া জেলার মানুষ। রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীও সেই একই জেলার মানুষ। এজন্য যে তিনি একটু গর্ব বোধ করবেন, তা তো জানাই যায়। সেই গর্ব থেকেই সশ্রদ্ধ অথচ অনুসন্ধিৎস্যু মনে রামকৃষ্ণ-প্রবাহের উৎস সন্ধানে নামলের লেখক—

> "পুণ্যবতী সারদা দেবীর জীবন-কথা তাই তিনিই প্রথম 'প্রবাসী'তে লেখেন।"[১০]

এককথায় বলা যেতে পারে, সারদা মা-কে নিয়ে, তথা তাঁর জীবন নিয়ে সরাসরি লেখালেখি বাংলা সংবাদ তথা সাময়িকপত্রে প্রথম। আজকে মা সারদার জীবন-চরিত অনেকেই লিখেছেন। আরো অনেক পরবর্তীতে গবেষণাও হচ্ছে এবং হবে তাঁর জীবনী ও কর্ম নিয়ে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যানুসারে রামকৃষ্ণ দেবের তিরোধানের পর থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত সারদা মায়ের কথা খুব কমজনই জানতো।[১১] এরপরবর্তী সময় পর্ব থেকে ধীরে ধীরে মায়ের ভক্তসংখ্যা বাড়তে থাকে। আপামর বাঙালি অনুধাবন করতে থাকেন মা সারদাকে। দূরদৃষ্ট রামানন্দও সেই ক্রমবর্ধমান 'মা' নামের একাক্ষরা-ঢেউয়ের আভাস পেয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। ১৩৩১-এর বৈশাখে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সারদামণি দেবী' এই অর্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক জীবনী-রচনা বলা যেতেই পারে। প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক কথায়-

> "তিনি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) স্পষ্টতই বলেছেন, আপাতত সারদাকে রামকৃষ্ণের ছায়া মনে হলেও তিনি তা নন—রামকৃষ্ণের নির্মাণেও সারদার অসামান্য ভূমিকা ছিল।"[১২]

উল্লেখ্য, সারদাদেবীর তিরোধানের (১৩২৭ বঙ্গাব্দ ৪ শ্রাবণ, ইং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই) পর তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনাও[১৩] আমরা দেখতে পাই না। 'প্রবুদ্ধ ভারত' (জুলাই ১৯২০), 'বেদান্তকেশরী' (জুলাই ১৯২০), 'উদ্বোধন' (শ্রাবণ ১৩২৭) পত্রিকাগুলিতে মা সারদার তিরোধানের সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' (সেপ্টেম্বর ১৯২০), 'বেদান্তকেশরী' (অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯২০)-তে মা সারদার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হয় সম্ভবত সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে। 'উদ্বোধন'-এ ভাদ্র ১৩২৭-তে শ্রীমায়ের সম্পর্কে 'মায়ের কথা' লেখেন সরলাবালা দাসী এবং অনামা লেখক 'শ্রী—' র নামে আর একটি লেখা 'মা' প্রকাশিত হয় ঐ একই সংখ্যায়। উল্লেখ্য, ঐ সালেই আশ্বিন সংখ্যায় শ্রী মায়ের সম্পর্কে আর একটি লেখা প্রকাশিত হয়— 'মাতৃদর্শনে'। লেখক ছিলেন বিমলানন্দ নাথ। উল্লেখ্য 'উদ্বোধন'-এ উল্লিখিত তিনজন ভক্ত-লেখকের শ্রীমা সম্পর্কে ভক্তিপূর্ণ স্মৃতিচারণা ছিল উক্ত লেখাগুলি। এগুলির উপর ভিত্তি করে, পাঠ-অনুধ্যান করে ১৩৩১-এর বৈশাখে প্রকাশিত হল উল্লেখ্যোগ্য মা সারদাদেবীর জীবন-কথা, 'সারদামণি দেবী'। রামানন্দ-কৃত এই জীবন-চরিতে ব্যক্তিগত কোন স্মৃতিচারণা ছিল না, ছিল না কোন আবেগ বিহ্বল ভাবের বিপুল স্রোতের প্রবল উচ্ছ্বাস-ধ্বনি। ছিল একজন ইতিহাস সন্ধানীর, রামকৃষ্ণ-জোয়ারের আড়ালে থাকা মানুষটির খোঁজ; একজন জিজ্ঞাসুর সাধারণ জিজ্ঞাসা, আর ছিল তাকে বিশ্লেষণ করার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ। এদিক থেকে বাঙালি পাঠকের কাছে চরিতকথাটি অন্য মাত্রা নিয়ে এসেছিল। এর পাশাপাশি উল্লেখ্য, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত 'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ আমৃত্যু নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ, রামমোহন ছিলেন যাঁর কাছে আদর্শ পথপ্রদর্শক। তাঁর 'প্রবাসী'র পাতায় পাতায় সেই ভাবনার ছাপ কতটা প্রতিফলিত ছিল, এখনও পুরানো গ্রন্থাগারে থাকা 'প্রবাসী'-র পাতা ওল্টালো দেখা যেতে পারে। 'সারদামণি দেবী'-তেও তার হীরণ্ময় প্রকাশ। এখন প্রশ্ন, কেমন করে

রামানন্দ লিখতে চান একটি চরিত কথা? বলা ভালো, সারদাচরিত কথা কেমন হওয়া দরকার— সেবিষয়ে সুচিন্তিত মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন এই রচনাটিতেই। সারদা দেবীর জীবনচরিতটি লিখতে গিয়ে প্রধানত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন, এই ধরণের চরিতকথা লেখা প্রসঙ্গে -

প্রথমত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে ভক্ত-অনুরাগীদের দ্বারা জীবনী লেখার কথা বললেন। যেখানে রামকৃষ্ণ-সারদাকে যাঁরা একদম কাছ থেকে দেখছেন, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া স্মৃতিচারণা জীবনীর প্রধান উপাদান হতে পারে বলে উল্লেখ করছেন। এজন্য দরকার হলে ভক্তদের ভক্তি, শ্রদ্ধা আর অনুরাগের ছোঁয়ায় লিখিত জীবনীও খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

> "যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোনও কথা কাজ ঘটনা আখ্যায়িকাই তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক।"[১৪]

অন্যদিকে, দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লেখা জীবনচরিতের কথাও গুরুত্বের সঙ্গে জানাচ্ছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কেমন হবে এই ধরণের জীবনীগুলি? তার কাঠামো নির্মাণেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত রাখছেন—

> "তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না। ...ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগেরও রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক।"[১৫]

রামানন্দ উল্লিখিত দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করলেন সারদা-চরিত রচনা করার জন্য। সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাগুলির প্রামাণ্যগ্রন্থ থেকে পাঠ করে অনুধাবন করে, নিরপেক্ষ ভাবনা দিয়ে বিচার করলেন। সে বিচার টীকা-ভাষ্যের বাহুল্য নেই। সহজ-সরল ভাবে তুলে ধরেছেন চরিতকথার প্রধানাকে। সেখানে রামকৃষ্ণ ভাব হলে সারদদেবী ভাবমুখ। তাই বিরাট রামকৃষ্ণ জীবনেরও অনুধ্যান প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন। 'রামকৃষ্ণেরও এইরূপ একটি জীবন-চরিতের প্রয়োজন' বোধ করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে রামকৃষ্ণ জীবন-অন্বেষার প্রধান অবলম্বন।[১৬] সেটাকেই রামানন্দ প্রধান উপাদান হিসাবে স্বীকারও করেছেন তাঁর এই 'সারদামণি দেবী' চরিতকথা লিখতে গিয়ে। অন্যদিকে, শ্রীম কথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'ও সেইসময় জনপ্রিয়তা পাচ্ছে[১৭]। বাঙালি পাঠক রামকৃষ্ণকে নতুন করে পাচ্ছেন 'মাস্টারমশাই' এর এই ডায়রী-কথকতার ভঙ্গিতে লেখা 'কথামৃততে'। তবু রামানন্দের মন অপূর্ণ!

আলোচ্য 'সারদামণি দেবী' প্রসঙ্গে কিন্তু রামানন্দের ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রামাণ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, লোকমুখে শোনা কথার ভিত্তিতে সারদা জীবনীর কোন্ ঘটনাকে গুরুত্ব দেবেন, কোন্ সময় পর্যন্ত এই জীবনচরিতে রাখবেন— এসকল ভেবে লেখক, তদুপরি প্রথমসারির সাময়িকপত্রের দক্ষ সম্পাদক রামানন্দ লিখলেন 'সারদামণি দেবী'। কীভাবে এই জীবনীগাথাকে সাজালেন, সেটা এখন দেখার। এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যদি সারদা দেবীর ৬৭ বছরের জীবনকে ভালোভাবে দেখি, তাহলে আমরা স্পষ্টত দুটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারি–

প্রথম ৩৩ বছর তিনি অন্তরালবাসিনী, অবগুণ্ঠনবতী। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এক সামনের আলোকিত-জগৎ, আর আড়ালে সারদাদেবী। নেপথ্যবাসিনী। তারপরে রামকৃষ্ণ-অবর্তমানে ৩৩ বছর—তিনিই এই রামকৃষ্ণভাব-আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এমনকি বিবেকানন্দের অকাল-প্রয়াণের পরও প্রায় ১৮ বছর তিনি বিরাট বটবৃক্ষের মতন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনকে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় রেখেছেন, বরাভয়দায়িনীর বেশে সতেজ ও সবল করে তুলেছেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে এর মাঝে এক বছর তীর্থে তীর্থে তিনি ঘুরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে ভাবীকালের সঙ্ঘজননীরূপে প্রস্তুত করছেন এই সময়কালে। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন আগামীর জন্য।

রামানন্দ সারদাচিরত লিখতে গিয়ে সারদা দেবীর জীবনের প্রথমপর্বটির উপরই আলোকপাত করেছেন বেশি করে বলতে পারা যায়। এদিক থেকে রামানন্দকৃত সারদাচরিত অসম্পূর্ণ হলেও একশ বছর আগে লেখা 'সারদামণি দেবী' ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এখানে জীবনীকার রামানন্দ ছকে বাঁধা কিছু নীতি[১৮] ধরে সারদা দেবীর জীবনী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লিখতে বসেন নি। বরং তিনি নিজের মতন করে অনুসন্ধান করেছেন সারদা দেবীকে। ১০ পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল সারদা মায়ের প্রথম জীবনকথা। লেখার সঙ্গে ছিল সারদা মায়ের ৬টি সাদাকালো ছবি। সেগুলি পেয়েছিলেন কোথা থেকে তার কথাও জানিয়েছেন চরিতকার। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অর্থাৎ এটা অনুমান করা যেতেই পারে এই চরিতকথা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্যাগী সন্ন্যাসীরাও কিছুটা হলেও জানতেন। রামানন্দকে সহায়তাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ-জীবনীর পাতায় খোঁজ করলে বন্ধু হরিপ্রসন্ন তথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের[১৯] কথা জানতে পারি। ফলে রামানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ পরিবারের খুব বেশি যোগাযোগ না হলেও আত্মিকটান বা সংযোগ ছিল বলা যেতেই পারে।

সারদা মায়ের জীবনের বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে, বিশেষত রামকৃষ্ণ-সারদা মায়ের সাধন জীবনকে অবলম্বন করে এই চরিত কথা লিখিত। সারদামায়ের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে রামানন্দ শুরু করছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাথে সারদামায়ের বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে এবং সারদা-গাথার শেষ করছেন রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের ঘটনার প্রসঙ্গোল্লেখের মধ্যে দিয়ে। সারদা দেবীর ঘটনাবহুল জীবনের সবকয়টি দিক যে আলোচ্য 'সারদামণি দেবী'তে তুলে এনেছেন এমন নয়। যে কয়েকটি দিক বা ঘটনা 'সারদামণি দেবী'তে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

রামকৃষ্ণদেব-সারদার বিবাহ প্রসঙ্গ (১২৬৬), রামকৃষ্ণদেবের কামারপুকুর আগমন (১২৭৪), তোতাপুরীর সান্নিধ্যে রামকৃষ্ণদেবের সাধন-কথা ও তোতাপুরীর রামকৃষ্ণদেবকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান পথপ্রদর্শন, সারদাদেবীর কামারপুকুর আগমন ও রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে সাধন-শিক্ষা লাভ, রামকৃষ্ণদেবের কলকাতা তথা দক্ষিণেশ্বর যাওয়া, রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য-লাভে ব্যাকূলা সারদাদেবী, ১২৭৮ ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারদাদেবীর কলকাতা তথা দক্ষিণেশ্বরে গমন। পথ-মধ্যে সারদাদেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। এই পর্যায় থেকে রামকৃষ্ণময়ী সারদার সঙ্ঘজননী হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব - ত্যাগ-তিতীক্ষা, সাধন প্রসঙ্গ, স্বামীর প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্যবোধে অবিচল থাকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি সহযোগে রামানন্দ দেখিয়েছেন। প্রয়োজনে পূর্বসংস্কারের বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়িয়েছেন সারদাদেবী— সেই প্রসঙ্গও এনেছেন বিস্মিত রামানন্দ।

এই ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে অসামান্য চারিত্রিকগুণের অধিকারিণীকে রামানন্দ তাঁর লিখিত জীবনীতে তুলে আনছেন। শতকীয় সন্ধিক্ষণের আলোকছটায় এক নীরবে নিভৃতে থাকা নারীকে দেখার চেষ্টায় নবজাগৃতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামানন্দ। ধৈর্য্য, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধির সম্মিলিত ভাবঘনরূপ সারদামণিকে সেই আলোকলেখায় আলাপন করলেন। অসীম ধৈর্য্য, সাহসিকতার পরিচয়ও পেয়ে যাই সারদা দেবীর তেলো-ভেলো মাঠ অতিক্রম ও বাগদি-বাদিনী প্রসঙ্গটির মাধ্যমে। রামানন্দ চরিতকথায় যেটি উল্লেখ করে সারদাদেবীর চারিত্রিক দৃঢ়তা অথচ স্নেহশীলা মায়ের দিকটি আলোকিত করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে দিয়েই সেই অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি লাভ করা যায়। কারণ রামানন্দের বিশ্বাস—

> "সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কেহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে রামানন্দ কখনো তাহার অনুমোদন করিতেন না। এমন কী চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' যত নারী আছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম করুণ ও মর্মস্পর্শী নহে। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহধর্মিণী করেন নাই।"[২০]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সারদাদেবীর জীবনী লিখতে গিয়ে, দেখালেন, সংসারে থেকেও কীভাবে মানব সেবায় নিয়োজিত থেকে নিজেকে উত্তোরিত করা যায়। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে পারি—

> "এমন কি হইতে পারে না ও কখনো হইবে না, যে, বিশ্বমানবের সেবার জন্য পুরুষ সেই নারীকে ছাড়িয়া যাইবেন নাব, বিবাহকালে যাঁহার চিরসঙ্গী থাকিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে বাদ দিয়া তিনি ধর্মাচরণ না করিয়া তাঁহাকে সহধর্মিণী করিয়া বিশ্বপ্রেম-প্রসূত বিশ্বসেবা-রূপ ধর্মাচরণ করিবেন? স্ত্রীকে ত্যাগ না করিলে কি অনাবিল বিশ্বপ্রেম হইতে পারে না? দাম্পত্য সম্বন্ধের সহিত আবিলতা কি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত?"[২১]

এই বিশ্বাস থেকেই রামানন্দের 'সারদামণি দেবী' আর আগামীদিনের 'সঙ্ঘজননী', সবার 'মা'। এই পথ অতিক্রমণে রামকৃষ্ণদেব কীভাবে সারদামাকে সহায়তা করেছিলেন তার চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অবসর পাইলেই তিনি (রামকৃষ্ণ) সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শন দানে কৃতার্থ করিবেন। তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।"[২২]

শুধু উপদেশ বা শিক্ষা দিয়েই যে রামকৃষ্ণদেব ক্ষান্ত হন নি, বরং সারদাদেবী কতটা শিখলেন তার ওপর তাঁর ছিল তীক্ষ দৃষ্টি এবং প্রয়োজনে দিতেন সতর্কবার্তা। রামকৃষ্ণদেবের প্রদেয় অসাধারণ উপমাটির প্রসঙ্গ এনেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

> "গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে শুনে নামবে। "[২৩]

সারদাদেবীর কথায় -

> "এই রূপে প্রদীপে শলতেটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন কীর্ত্তন ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।"[২৪]

এই প্রসঙ্গে সারদানন্দ মহারাজের 'শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থেও (পঞ্চম খণ্ডে) জানা যায়-

> "সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্বদা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[২৫]

অন্যদিকে শিক্ষাগুরুর কাছে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে সারদা মা কেমন ছিলেন তা রামানন্দ তুলে ধরছেন এভাবে—

> "কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?'

রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, -

> "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।"[২৬]

এখানে উপনিষদের আত্মজ্ঞান[২৭]-ই যে রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর সম্পর্কের মূল উৎস, সেটাই রামানন্দ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উপনিষদকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তুলনায় নিয়ে আসছেন –

> "পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।"[২৮]

রামানন্দ চেয়েছেন সারদা দেবীর এক সাধারণী থেকে অসাধারণী মহত্বের উত্তরণের চড়াই-উৎরাই পথকে দেখাতে। কোন বিভেদ নয়, নারী কিংবা পুরুষ নয়, গৃহস্থ বা সন্ন্যাস নয়; মাধবজ্ঞানে মানবসেবার পথ নির্দেশক-সেতুবন্ধনীর নাম রামকৃষ্ণ-সারদা, সেটাই আকর্ষণ এই চরিতকথার। তাই অলৌকিক ঘটনা, মিথের আশ্রয় না নিয়ে রক্ত-মাংসে গড়া এক মানব-মানবী কীভাবে দেবত্বের পথে উত্তরিত হলেন—তারই খোঁজ করলেন রামানন্দ।

যেমন, একটা ঘটনার কথা ধরা যাক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'এ দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত[২৯] হয়েছে ঘটনাটি। 'লীলাপ্রসঙ্গে' সারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে অলৌকিক দিব্যদর্শনের কথাটির উল্লিখিত হলেও 'সারদামণি দেবী'তে তা অনুল্লিখিত। সেখানে চরিতকার অলৌকিক দিব্যদর্শন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কেবল লেখাটির জন্য প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে আনছেন। যেখানে দেখতে পাচ্ছি, সারদাদেবীর শারীরিক অসুস্থতা এবং তার জন্য রামকৃষ্ণদেব কীভাবে উদ্বিগ্ন সেই প্রসঙ্গটি চরিতকথায় উল্লিখিত। আর একবার, জয়রামবাটিতে থাকাকালীন সারদাদেবী তখন শয্যাশায়ী। সেইসময় সারদাদেবীর রামকৃষ্ণদেব কতটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ('ও কেবল আসবে যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!'[৩০]) তা জানতে পারি।

আসলে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সারদা-জীবনগাথায় রামকৃষ্ণ-সারদার অসামান্য দিব্য দাম্পত্য সম্পর্কের অনন্য আলোকিত দিকটি তুলে ধরতে চাইলেন -

> "শ্রীমাকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাহার (শ্রীমার) শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?"[৩১]

রামকৃষ্ণের পরিপূরক বা সহায়ক হয়েছিলেন সারদা দেবী কীভাবে সেই দিকটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন বারবার রামানন্দ তাঁর 'সারদামণি দেবী'তে।

> "আমাদের শ্রীমা ছিলেন রামকৃষ্ণময়-জীবিতা— যাঁর জীবনটা সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায় নিমজ্জিত। ... তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণগতপ্রাণা, রামকৃষ্ণনাম-শ্রবণপ্রিয়া এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরঞ্জিতাকারা। আসলে অন্তরে তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণবিভাসিতা।"[৩২]

রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করার প্রয়াসে শিব-শক্তি সারদা দেবী কতটা সচেষ্ট সেটা এই চরিত-কথায় তুলে এনেছেন চরিতকার তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি 'আড়ালে' থাকা সারদাদেবীর যে কতটা ভূমিকা সেটা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং যে কথাটি বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> "আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্ত্তির অন্তরালে সারদামণি দেবী মূর্ত্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।"[৩৩]

আসলে "শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা"র[৩৪] নাম শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)এও পাই সেকথার পুনারবৃত্তি—

> "ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছিলেন, 'ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে?"[৩৫]

এক সাধারণের মধ্যে অসাধারণের সন্ধান চরিতকারের। ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একবার শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে ভক্তগণকে ডেকে বলেছিলেন –

> "ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান। এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি চিন্তা করতে পার যে, তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের মা দাঁড়িয়ে আছেন! তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না! ও সংসারের আর সব রকম কাজকর্ম করছেন তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যে আবিভূতা হয়েছেন।"[৩৬]

একালে আর এক পাঠক দেখছেন এক সাধারণীর অসাধারণ সত্ত্বাকে –

> "বরং যে সন্তান দুর্বল, তার দিকেই মায়ের টান বেশি। ...মায়ের বাড়িতে কুলি, মজুর, পাল্কি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনি-জেলে, যে-ই আসুক, সকলেই তাঁর পুত্র-কন্যা; সকলে ভক্তদের মতোই স্নেহ-আদর পায়। যে-কোনও উপলক্ষেই আসুক, জলখাবার মুড়ি-গুড় না হলেও অন্তত একটু প্রসাদী মিষ্টি, জল পাবেই।"[৩৭]

আবার, -

> "সেই অপার স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার পিতৃহীনা দুঃখিনী স্নেহপাত্রী 'রাধু'র সকল অত্যাচার অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সকল সন্তানেরই অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন।"[৩৮]

রামানন্দ সারদা মায়ের অহংকারহীন এই সাদামাটা ব্যক্তিত্বকে তাঁর লেখায় এনেছেন। ষোড়শীপূজার[৩৯] পরও "তিনি অহঙ্কৃতা হন নাই, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই।"[৪০] উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ-জগতে এই মহোত্তম ঘটনার পর সারদা

দেবী যেমন সাধারণ আগে ছিলেন, তেমনি ছিলেন। তার পর প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। "তিনি কখনো নিজেকে গুরু বলে জাহির করেন নি, বরং একজন সাধারণ গ্রাম্য নারীর মতোই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু এই অকপট সরলতার অন্তরালেই তিনি ছিলেন এক অসীম প্রজ্ঞার অধিকারিণী।"[৪১] এই সময়ে সারদাদেবীর চালচিত্র কেমন ছিল, তা জানাচ্ছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইভাবে—

> "তিনি ঐ সময় পূর্ব্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেলা নহবৎ-ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও রন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য হইত না বলিয়া অনেক সময়েই তাঁহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত।"[৪২]

এছাড়াও উল্লেখ পাই, -

> "কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্র-মহিলা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শনে আসিয়া নহবৎখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত ইহাঁদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন, এবং কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া আবার রান্না চড়াইতে হইত।"[৪৩]

এই তো রামকৃষ্ণদেব-পত্নী! রামকৃষ্ণ-আলোড়নের ভাবী সঞ্চালিকা! কেমন করে নহবতের সেই ছোট্টঘরে দিনগুলি কাটিয়েছেন, কিভাবে মন্দির চত্বরের সামনের চালাঘরে থেকে দিন কাটতো তাঁর— তা ভাবলেই অবাক হতে হয়।[৪৪] এতটা আড়ালে, এতটা নির্মোহ হয়ে সকলের মা বাস করতেন। এই সেদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ নিয়ে বাঙালির প্রেম চোখে পড়েছে। কিন্তু আপামর বাঙালির হৃদয়ে 'মা' যে কখন স্থান করে নিয়েছেন, তা বুঝতে বাঙালির অনেকটা সময় লেগে গেছে। কারণ তিনি 'মা, সকলের মা'। রামানন্দের হাত ধরে সেই প্রথম তার কিছুটা আভাস পেল বাঙালি মন। ভীতরে দৈবি সত্তা, বাইরে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র নেই! যিনি 'দেবী' হয়েও সাধারণ এক ঘরের গৃহিণীর মতোই ময়দাও ঠেসেন![৪৫] এমন - দেবলীলা আমাদের মতন সাধারণের কাছে তো অবাক লাগেই! মনের কোণে সংশয়ের মেঘ জমে এও কি সম্ভব! কিন্তু তিনিই সবসম্ভব করে দিয়ে গেছেন সবার জন্যে। বাঁকুরানন্দিনীর, একালের বৈকুণ্ঠের লক্ষী যে আমজাদ থেকে রাধু, গৃহী থেকে সন্ন্যাসী, বিরাট থেকে ক্ষুদ্রের জন্যে তাঁর আটপৌড়ে গৃহের দ্বারখানা খুলে রেখেছেন! অন্তরালের এই সাধারণী মা সারদা- যাঁর সম্বন্ধে স্বামীজীও পরে বলছেন -

> "শ্রীমাকে পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে কি মনে কর? তিনি শুধু তা নন ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষয়িত্রা, পালনকারিণী; তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"[৪৬]

সত্যি তো তাই! তিনি ছিলেন বলেই তো আজকের বিরাট বটবৃক্ষের শীতল-স্নিগ্ধ ছায়ায় হাজার হাজার মনের বসতবাটি নির্মিত। 'তিনি না থাকলে তাঁর বৈরাগ্যবান সন্তানেরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তেন, তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব হত না।'[৪৭] স্বামী চেতনানন্দজী খুব সুন্দরভাবে বলছেন এবং সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে শ্রীশ্রীমাকে দেখার চেষ্টা করেছেন—

> "Holy mother's life is a meeting point of the ancient and the modern. She was born in a rural India village in the nineteenth century and she passed away in twentieth-century Calcutta. Later in life She conducted Sri Ramakrishna's Spiritual ministry, advised his disciples and devotees, entertained the Western woman who visited Swami Vivekananda, asked her disciples to learn English, and encouraged the girls to have a modern education. The Master taught her to adjust according to time, place, and person."[৪৮]

একালের সমালোচকের কথায় সারদা মায়ের জীবনের এই বিষয়টি খুব সহজেই ধরা পড়ে—

> "সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা আজ আমরা বর্ণনা করতে সক্ষম হলেও তৎকালে এই ভূমিকা ছিল নীরব। জনৈক বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অসাধারণ কাহিনী। কারণ পুরুষদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> দ্বারা পরিচালিত এবং পুরুষদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান— তার মাথার উপরে বিরাজ করছেন একজন নারী। কিন্তু এই নারী কোনো সন্ন্যাসিনী নন, ইনি একজন গৃহী।"[৪৯]

গৌতম বুদ্ধের যশোধরা কিংবা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী রাধার থেকে আলাদা[৫০] হয়ে যান শ্রীমাসারদা এখানেই। আলাদা হয়েও দায়িত্ব-কর্তব্যে অনন্যা-মহিয়সী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সারদাদেবীর জীবনগাথায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন রামকৃষ্ণদেবের অবতার লীলা সাঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে। এরপরে মা-এর বিরাট প্রকাশ। রামকৃষ্ণ-ভাবের পরিপূর্ণতা দানের গুরুদায়িত্ব নিজ কাঁধে মা সারদার। 'তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কথাকে পরিপূর্ণতা দান করবার জন্য দুঃখে সুখে স্থিরসঙ্কল্প, জীবনের মেঘ ও আলোয় পর্বতের মতো অচল, অটল'[৫১]। যদিও তার এই পর্বের ছবিটি রামানন্দ তুলে ধরেন নি এখানে। কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। চরিতকথাতে সারদা মায়েরও জীবনাস্তাচলের সংবাদ দিয়ে শেষ করছেন রামানন্দ। হয়তো আরো প্রাসঙ্গিক বিষয়, প্রাসঙ্গিক ঘটনা উঠে আসতে পারতো। বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পার্থিব জীবনের অস্তাচল-পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সারদাদেবী কতটা দিক-নির্দেশিকা হয়ে উঠেছিলেন, তা প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসতে পারতো। কিন্তু বিচক্ষণ, দূরদ্রষ্টা রামানন্দ তা করলেন না।

আদতে আমরা Hagiography বা সন্তজীবনী বলতে যা বুঝি, তেমনটা ঠিক রচনা করতে চান নি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১০ পাতার চরিতকথাতে সেজন্য 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'এর অতৃপ্তিটাকে পাঠক-মনে জিইয়ে রাখলেন। তিনি হয়তো চাইলেন সেই মহাগাথা-পর্ব লিখিত হোক অন্য কোন 'যথার্থ' ব্যক্তি দ্বারা। তিনি শুরুটা করলেন, প্রদীপ-জ্বালানোর পূর্ব প্রস্তুতিটা করে রাখলেন 'প্রবাসী'-সম্পাদক। যে সূত্রধরে পেয়ে যাবো আগামীদিনে একের পর এক আরো অনেক সুসমৃদ্ধ সারদা-জীবনগাথা। সেই তালিকা নির্মাণ এখানে নিস্প্রয়োজন। কারণ পাঠকের কাছে আজ তা সহজলভ্য। কিন্তু রামানন্দের পক্ষে সেদিনের কাজটি খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তাঁর নিজের কথায় –

> "সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা আমার পক্ষে নানাকারণে সহজ হয় নাই।"[৫২]

তবুও বলা যায়, সহজ না হলেও তিনি আগামীদিনের জন্য একটা দিকনির্দেশিকার ঈঙ্গিতাভাস দিয়ে গেলেন। উল্লেখ করার মতন, পরবর্তী কালে 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"। এই গ্রন্থটিতে[৫৩] রামানন্দ-কৃত এই চরিতকথাটি রামানন্দের অনুমতিতে গ্রন্থের সঙ্গে ছাপানো হয়েছিল। আজকে একশো বছর পার করেও রামানন্দকৃত সেই শ্রীশ্রীমায়ের আলোকসামান্য জীবন-অনুধ্যান প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সকলের কাছে। আসলে, "বাঁকুড়াবাসী রামানন্দ বাঁকুড়ানন্দিনী সারদা দেবীর চরিত্রমহিমায় গর্বিত ছিলেন। ... এই রচনাটিকে তথ্যমূলক শ্রদ্ধাঘন জীবনচিত্রের আদর্শ নমুনা বলা যায়।"[৫৪] সেই নমুনায়, আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে ভাবের জগতে চুরি করেন নি রামানন্দ। বরং স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। নির্মোহ দৃষ্টিতে। তবুও সেখানে চরিতকারের সারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিরন্ত ছিল। জীবনচরিত সাহিত্যশিল্পে এ এক অভিনব এবং ঐতিহাসিক রচনা। 'Biography is a noble and adventurous art.'[৫৫]এটা একলাইনে লেখা যতটা সহজ, ততটা বোধ হয় কাজের ক্ষেত্রে সহজ না। রামানন্দের কাছে এই কাজ 'সহজ নয়'। কিন্তু চরিতকথার চরিত্র যে সাধারণ, মন জুড়ানো—

> "এই যুগে দাঁড়িয়ে এমন কোন জীবন পাওয়া সম্ভব—যাঁর কাছে এলে হিংসা চলে যাবে, ক্রোধ চলে যাবে, ঈর্ষা চলে যাবে? নিবেদিতা বলছেন, সম্ভব, আর সেই-জীবন তাঁরই দেখা, মা-সারদা, Holy Mother."[৫৬]

হিংসা-দ্বেষহীন এই ভালোবাসাপূর্ণ বিরাট ক্যানভাসে শিল্পী রামানন্দ নিখুঁত ভাবে সারদা-চরিত্র আঁকলেন। সেচিত্র সাদা-কালোয় ছাপা অক্ষরে হলেও প্রত্যেক বাঙালির মানসপটে আজও রঙিন এবং অবশ্যই প্রাণময়!

Reference:

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'পরিচয়', কার্ত্তিক, ১৩৩৮, পৃ ১৫৫-১৫৬
২. বসু, দেবকুমার (সম্পা), 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পৃ ১৮৩
৩. তদেব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮২

৫. দেবী, শান্তা, 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব ডায়রিতেও "পরমহংস রামকৃষ্ণের ১০০ উক্তি পড়িলাম.." উল্লেখ পাই। 'বিভাব', ৩১ সংখ্যা, ১৩৯২, পৃ ৩১; এছাড়া, উল্লেখ্য যে, সমকালীন সময়ে আমরা ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত 'পরমহংসের উক্তি', ১৮৮৪ সালে সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি'র খোঁজ পাই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সংকলিত ও সম্পা) "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" (১৩৫৯) গ্রন্থে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দীনপঞ্জিতে উল্লিখিত কোন গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব না।

৭. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, 'পরমহংস রামকৃষ্ণ', বারিদবরণ ঘোষ (সংকলক ও সম্পাদক), "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি", নিউ লতিকা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪৩১, পৃ. ১৩৬

৮. তদেব

৯. পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। (১ম- ১৩১৮, ২য়-১৩১৮, ৩য় ১৩২০, ৪র্থ-১৩২২, ৫ম-১৩২৫); দ্র. 'সমকালীন দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', পৃ. ১২৯

১০. দেবী, শান্তা, 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪৭

১১. সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ, 'শ্রীমা- দীক্ষিত-গৃহী সন্তাদদের দৃষ্টিতে', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা), শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৩৩২, পৃ. ২০১

১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, 'প্রবাসী ইতিহাসের ধারা', চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ. ১৬১

১৩. রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার, "শ্রীমাঃ মনীষিবৃন্দের দৃষ্টিতে", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা), শতরূপে সারদা', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৩৩২, পৃ. ২২১

১৪. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'প্রবাসী' ইতিহাসের ধারা', চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ. ১৭২

১৫. তদেব, পৃ. ১৬২

১৬. দ্র. "বেশ কয়েকটি শতাব্দী লেগে যাবে গ্রন্থটির চরিত্রের যথাযথ স্বরূপ উন্মোচনের জন্য"-স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, 'স্বামী সারদানন্দের রচনা:নন্দনতত্ত্বের আলোকে দেখার প্রয়াস', শারদীয়া সংখ্যা, 'উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪২৫, পৃ. ২০৯

১৭. গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৯০২ এবং সর্বশেষ তথা পঞ্চম খণ্ড ১৯৩২-এ প্রকাশিত। দ্র. সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃ ১২৭ "সব মিলিয়ে এই পাঁচ ভাগ কথামৃত অর্ধভাগ বাঙালির ঘরে যে পরম আদরে স্থান পেয়েছে, সেটা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েই বিশ্লেষণ করা যায়। এমন জনপ্রিয় এবং এমন সর্বগ্রাসী গ্রন্থ—রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া আর কি কোনও নজির আছে?"- প্রণবেশ চক্রবর্তী, 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত-এর উৎস সন্ধানে', পেজফোর, ২৮ জুলাই ২০২১

১৮. "(1) He must understand man's ways of dreaming, thinking and using his fancy; (2) he must learn to be an objective "participant-observer"; (3) he must search assiduously for the deeper truths which motivate his subject; and (4) he must find the ideal literary form for his subject's life." - Leon Edel, 'Biography and the Science of Man', *New Directions in Biography, A Biography Monograph*, The University Press of Hawaii, 1981, p. 8-10

১৯. দেবী, শান্তা, 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৩

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 829 - 840
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০. দেবী, শান্তা, 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৮২

২১. দেবী, শান্তা, 'ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪১২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৮২

২২. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ ৮৬; ঘটনাটির প্রমাণ পাই- স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ. ৩৯০

২৩. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৬

২৪. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৭

২৫. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পঞ্চম খণ্ডে), উদ্বোধন, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৩৬২, পৃ ৩০৪

২৬. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৬

২৭. প্রসঙ্গত মনে আসবে –'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।/ न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।' - बृहदारण्यक उपनिषद (2.4.5)

২৮. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৬

২৯. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬

৩০. ক্রিস্টোফার ইশারউড, 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ', রবিশেখর সেনগুপ্ত (অনুবাদ), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ১৩০

৩১. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮

৩২. স্বামী ভূতেশানন্দ, 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনাদর্শ', "মাতৃসুধার ত্রিধারা", স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ (সম্পাদনা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃ. ১৬

৩৩. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৭

৩৪. 'স্বরাজ', ১০ চৈত্র ১৩১৩, 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকন্ত দাস (সম্পা), জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃ. ৯৭

৩৫. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৩,পৃ ৩৯৪

৩৬. ঘোষ, শুক্লা, 'বিশ্বরূপিণী মা সারদা', শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১৮

৩৭. সেনগুপ্ত, রঞ্জনা, 'দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি', আনন্দবাজার, ১৮ই পৌষ ১৪৩০, পৃ. ৪

৩৮. সরলাবালা সরকার, 'মায়ের কথা', স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সংকলন ও সম্পাদন), "শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে", উদ্বোধন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৬০০

৩৯. স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃ ৩৯৩

৪০. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৭

৪১. স্বামী ভূতেশানন্দ, 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনাদর্শ', "মাতৃসুধার ত্রিধারা", স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ (সম্পাদনা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃ. ১৯

৪২. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৭

৪৩. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৮৭

৪৪. ক্রিস্টোফার ইশারউড, 'রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ', রবিশেখর সেনগুপ্ত (অনুবাদ), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ. ১২৯-১৩০

৪৫. স্বামী অপূর্বানন্দ, "শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি'', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা), শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৩৩২, পৃ. ১০

৪৬. পূর্বা সেনগুপ্ত, 'জননী সারদা দেবী- উদ্ভাসিত জ্যোতি', উদ্বোধন, কলকাতা, ১৩৬০, পৃ. ২৪

৪৭. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, 'শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ ও ভবিষ্যৎ ভারত', বারিদবরণ ঘোষ (সংকলক ও সম্পাদক), "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি", নিউ লতিকা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪৩১, পৃ. ৭৭

৪৮. Swami Chetanananda, 'Holy Mother and Sister Nivedita', Prabuddha Bharata, Vol. 122 No.1, January 2017, pg. 13

৪৯. সেনগুপ্ত, পূর্বা, 'জননী সারদা দেবী- উদ্ভাসিত জ্যোতি', উদ্বোধন, কলকাতা, ১৩৬০, পৃ. ৬৫

৫০. V. Gopinathan, December, 'Sri Sarada Devi', Prabuddha Bharata, 1991, pg. 490

৫১. নিবেদিতা, ভগিনী, 'মা', 'উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ৪৩

৫২. 'প্রবাসী', ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ. ৯০

৫৩. 'প্রকাশকের নিবেদন', "শ্রীশ্রীমায়েরকথা", ২১শে আশ্বিন, ১৩৩৩, উদ্বোধন, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৫৯

৫৪. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, "প্রবাসী' ইতিহাসের ধারা', চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ. ১১৯

৫৫. Leon Edel, 'Biography and the Science of Man', *New Directions in Biography, A Biography Monograph,* The University Press of Hawaii, 1981, pg. 2

৫৬. স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, 'মায়ের নিবেদিতা ও নিবেদিতার মা', (বক্তৃতার লিখিতরূপ), 'হার্দিক', (অর্ধেক আকাশ সংখ্যা), 'খেয়া', হুগলী, ২০১৮, পৃ. ৪৩